যুগান্তর

তারিখ ... 11 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩

মো. সিদ্দিকুর রহমান

বাজেটে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার দৃশ্যমান নয়

পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর ছিল চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। পঞ্চাশের দশকে এটি পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। ১৯৫৯ সালের শরিফ কমিশন, ১৯৭৪ সালের কুদরত-এ-খুদা কমিশন, সর্বশেষ কবীর চৌধুরী কমিশনসহ সব কমিশনই প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। কবীর চৌধুরী কমিশন ধীরে ধীরে সূর্যের আলো দেখতে শুরু করে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রস্তুতির কথা শোনা গেছে। কিন্তু শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সময়ক্ষেপণে প্রাথমিক স্তরের কার্যক্রম অনেকটা হোঁচট খেতে শুরু করেছে। বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষানীতি দ্রুত বাস্তবায়নের পরিবর্তে পিছু হঠছে।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষকসহ মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সর্বস্তরে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশাসন গড়ে তোলা প্রয়োজন। অথচ মন্ত্রণালয় ইদানীং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার না দিয়ে অহেতুক প্রাথমিক শিক্ষকদের বদলি, প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্ব দেয়াসহ নানা কাজে ব্যস্ত। অথচ এ কাজগুলো জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের। ব্যাপারটা অনেকটা মাছি মারতে কামান দাগার মতো। মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, সর্বস্তরে প্রশাসনকে গতিশীল করায় সহযোগিতা, শিক্ষকদের বেতন স্কেলের বৈষম্যসহ অসঙ্গতি দূর করার কথা। যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী চালু হয়েছে সেখানে শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টিসহ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করা এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা। অথচ মন্ত্রণালয় এসব দিকে নজর না দিয়ে সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতি ৯ বছর ঝুলিয়ে রেখেছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের ছুটির তালিকায় জট লাগিয়ে শ্রান্তি-বিনোদন ভাতা ৩ বছর পরপর প্রাপ্তির অধিকার হরণ করছে। প্রধান শিক্ষকদের সংরক্ষিত ছুটির ক্ষমতা বাতিল করেছে। শিক্ষকদের পাওনা বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রেখেছে।

> মধ্য আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন তৃণমূল মানুষের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। এজন্য বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ নিয়ে কৃপণতা পরিহার করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র ক্যাডার সার্ভিস সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সহকারী শিক্ষক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পদোন্নতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল সৃষ্টি হতে পারে।

প্রধান শিক্ষকদের নিচের ধাপে সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল প্রদানের ঘোষণার বাস্তবায়ন, প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেলের অসঙ্গতি দূর করা, প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নতুন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি, অতিরিক্ত খরচাদির জন্য টাকা বরাদ্দ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের মতো জরুরি কার্যক্রম ২০১৭-১৮ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে দৃশ্যমান নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরনো অবকাঠামো দিয়ে এবং এক স্কুলে পদ শূন্য এবং অন্য স্কুলে পদ সমন্বয় করে জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম। এভাবে পদ স্থানান্তরিত করায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পদ শূন্য করা বিদ্যালয়গুলো। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর শিক্ষার অধিকার খর্ব হচ্ছে।

এভাবে টানাহেঁচড়া করে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হতাশাজনক কার্যক্রম সরকারের মধ্য আয়ের তথা উন্নত দেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাদ সাধছে। স্বাধীনতার পর বাকি কোনো শিক্ষা কমিশনই আলোর মুখ দেখেনি। ধীরে ধীরে হলেও কিছুটা আলোর মুখ দেখতে শুরু করেছে বর্তমান জাতীয় শিক্ষা কমিশন। কিন্তু প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ না হলে মুখ থুবড়ে পড়বে এ কমিশনের অগ্রযাত্রা। এটা কারও কাম্য হতে পারে না। এ থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে সবাইকে। এজন্য প্রয়োজন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপলব্ধি জাগ্রত হওয়া। মধ্য আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন তৃণমূল মানুষের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। এজন্য বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ নিয়ে কৃপণতা পরিহার করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র ক্যাডার সার্ভিস সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সহকারী শিক্ষক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পদোন্নতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল সৃষ্টি হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষায় শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক থাকায় এ পদোন্নতি নারীর ক্ষমতায়নেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা এবং পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে নতুন বাজেট পাস করা হবে, এটাই কাম্য। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সব অনিয়ম, অব্যবস্থা ও সময়ক্ষেপণ দূর হোক।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর